1. Write a note on the philosophical implication of the 'Hiranyagarbha Sukta'. (হিরণ্যগর্ভসূক্তের দার্শনিক তাৎপর্য বিচার কর)

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল জগৎ, জীবন, জ্ঞানবিজ্ঞান, নানাবাদ প্রভৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব যুক্ত সূক্তগুলির মধ্যে হিরণ্যগর্ভ সূক্তটি অন্যতম। ঋগ্বেদের একেশ্বরবাদের অন্তরালে একদেবতাবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথা সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টা রূপে প্রজাপতির ক্ষেত্রে উক্ত সূক্তটি অন্যতম গুরুত্ব স্থাপন করেছে। এখানে একই সিদ্ধান্ত এই সূক্তের দেবতা প্রজাপতি, ঋষি প্রজাপতি পুত্র হিরণ্যগর্ভ।

সৃষ্টির পরের অবস্থা ও স্রষ্টার স্বরূপ বর্ণনা-রূপে দার্শনিকভাবে সমৃদ্ধ উক্ত সূক্তে বর্ণিত হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। সায়নাচার্যের মতে হিরন্ময় অণ্ডের মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত প্রজাপতি-ই হিরণ্যগর্ভ অথবা হিরন্ময় অণ্ড যার উদরে গর্ভরূপে বিদ্যমান থাকে সেই বিশ্বসৃষ্ট প্রথম স্রষ্টা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ পদবাচ্য। নিরুক্তকার যাস্কও এই মতকে সমর্থন করেন — 'হিরণ্যগর্ভো হিরন্ময়ো গর্ভঃ, হিরণ্ময়ো গর্ভোঽস্যেতি বা।'

এই হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে প্রজাপতির তাদাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে — 'প্রজাপতিঃ বৈ হিরণ্যগর্ভঃ।' তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ সহ বিভিন্ন উপনিষদে জগৎ স্রষ্টা প্রজাপতিকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়েছে। হিরণ্যগর্ভ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে — 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।' এই উক্তি থেকে জানা যায় হিরণ্যগর্ভ-ই প্রথম সৃষ্ট সত্তা। শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে জল থেকে প্রথম সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রজাপতি মন্ত্রে জল থেকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মহাসলিল থেকে হিরন্ময় অণ্ডের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদ তথা গোপথ ব্রাহ্মণেও ~~এই উক্তি সমর্থিত হয়েছে~~। এই উক্তি সমর্থিত হয়েছে। অতএব জলের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতির সঙ্গে জলের সম্পর্ক ঋগ্বেদ থেকে পরবর্তী সাহিত্যেও বিস্তৃত হয়েছে। অতএব প্রথমসত্তা হিরণ্যগর্ভ-ই প্রজাপতি।

হিরণ্যগর্ভ সূক্তের প্রথম নবম মন্ত্রের শেষে 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বাক্যটি দেখা যায়। এখানে 'কস্মৈ' পদের অর্থ নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 'কস্মৈ' এই শব্দের সাধারণ অর্থ কোন অর্থাৎ কোন দেবতাকে? আবার হিরণ্যগর্ভের বিভিন্ন মন্ত্রে বর্ণনা থেকে এরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক মনে হয় যে পদটির অর্থ হিরণ্যগর্ভ ছাড়া আর কোন দেবতাকে? পুনরায় পদটির অর্থ হবে হিরণ্যগর্ভ ছাড়া আর কোন দেবতাকে

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এইরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সায়নাচার্য 'ক' শব্দের অর্থ করেছেন প্রজাপতি। এই মতের সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করেছেন –

1. 'কস্মৈ' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত স্বরূপ বিষয়। প্রজাপতি পরমাত্মা স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। তাই 'কস্মৈ' শব্দের চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত 'দেবায়' পদটি স্থানে প্রজাপতি পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভকেই বোঝায়।
2. 'কস্মৈ' শব্দের উত্তর 'ত' প্রত্যয় যোগে 'কে' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এর অর্থ 'সৃষ্টির জন্য যিনি কামনা করেন' অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ।
3. 'ক' শব্দের একটি অর্থ সুখ। প্রজাপতি পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ সুখস্বরূপ বলে 'কে' শব্দবাচ্য।
4. ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে জয় করার পর প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলেন – 'আমার মন্ত্রে তোমাকে দিয়ে 'অহং কঃ সামি' অর্থাৎ আমি কে হব?' তার উত্তরে ইন্দ্র বলেন – 'যেহেতু তুমি কঃ সামি, সেজন্য তাই তুমি 'কে' হবে। তাই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ 'কে' নামে পরিচিত। উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতাও 'কে' শব্দের দ্বারা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় প্রজাপতিকে বুঝিয়েছেন।

পরবর্তীকালে উপনিষদ গ্রন্থে আত্মা, পরমাত্মা বিষয়ে চিন্তার মাধ্যমে যে ব্রহ্মবাদ তত্ত্ব পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছে তার বীজ এই হিরণ্যগর্ভসূক্তে নিহিত আছে বলে বিদ্বানরা মতপ্রকাশ করেন। সুতরাং দেবতাবাদ থেকে ব্রহ্মবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

প্রলয়ের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে দেবতার জ্ঞানস্বরূপ তথা ব্রহ্মোপম অধিকর্তা হিরণ্যগর্ভ সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন করে অবস্থিত জলরাশিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ অনাদি হলেও তার উপাধিভূত দ্যু পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তির জন্য তদুপরি পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। তিনি জন্মমাত্রই সকল ভূতের পতি অধীশ্বর হয়েছিলেন। যেমন আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় তেমনি পরমাত্মা হিরণ্যগর্ভ থেকে সকল জীবগণ উৎপন্ন হয়। তাই তিনি আত্মদা। তিনি দেবতা, দ্বিপদ মনুষ্য তথা চতুষ্পদ পশুজাতির অধীশ্বর। তাঁর আদেশে সকল অবস্থান করে। তাঁর প্রভাবে সবকিছু প্রকাশিত হয়।

তিনি আবার বলদা।

প্রারম্ভিক পৃথিবী আজকের মত ছিল না। সূর্যদেবের ঘূর্ণায়মান গ্রহপুঞ্জ ছিল উত্তপ্ত তেজস্ক্রিয় তথা সদা চঞ্চল। হিরণ্যগর্ভ সেই উগ্র জ্বালাময় তথা সদা বিচলিত পৃথিবী লোককে যথাযথভাবে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সত্যধর্মা। আত্মতত্ত্ব ও মৃত্যু এই হিরণ্যগর্ভের ছায়ামাত্র।

Scanned with CamScanner

উপনিষদেও এই তত্ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

তিনি স্রষ্টা। তাই হিমালয়ের পর্বতরাজি, নদ-নদী-সমূহ, সমুদ্র, জলরাশি, বায়ু, ভূলোক ও দ্যুলোক সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মানব উৎপন্ন পদার্থকে আয়ত্তে রাখতে পারেন না। হিরণ্যগর্ভই তাঁর স্বরূপ। তাঁর এই সর্বশক্তি-মত্তাকে দেখে বৈদিক ঋষি প্রাণের আবেগে বারবার বলেছেন— 'কোন্ দেবতার পরিচর্যা করিব? অর্থাৎ সেই সর্বশক্তিমান প্রজাপতি বিশ্বসৃষ্টির জন্য আর কোথায় আমরা হবি প্রদান করব? সেই সর্বশক্তিমান দেবতা যাতে স্তোতাকে হিংসা না করেন তথা স্তোতা যাতে শ্রেষ্ঠতম সম্পত্তির অধিকারী হন তারজন্য বিনম্র প্রার্থনা পূর্বক তাঁকে হবি নিবেদন করা হয়েছে। — 'হে ব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে জন্মা অন্য কত মহান পতঙ্গ রয়েছে?'

এইভাবে সাহিত্যিক সৌন্দর্য, ভাবগাম্ভীর্য ও লোকায়ত শৈলীতে সমৃদ্ধ এই সূক্তে ব্রহ্মবাদ, সৃষ্টিবাদ, আত্ম-পরমাত্মবাদ বর্ণনার মাধ্যমে ঋষিদের মনের সুগভীর প্রতি-ফলন ঘটেছে। যা দ্বারা পরবর্তী কালের বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত-বাদ প্রভাবিত হয়েছে বলে বললে অত্যুক্তি হবে না।

2. personification of Deity Indra.
(ইন্দ্র দেবতার স্বরূপ

□ বৈদিক আর্যদের অন্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরীক্ষলীয় দেবতা ইন্দ্র অন্যতম। তিনি বৈদিক আর্যদের রাষ্ট্রীয় দেবতা। 250টি সূক্তে তাঁর স্তুতি দেখা যায়। এছাড়া অতিরিক্ত প্রায় 50টি সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের স্তুতি দেখা যায়।

ইন্দ্র শব্দের অনেক গুণের ব্যুৎপত্তি ঋষি করেছেন। যেমন- ইন্দ্র ইরাং দদাতি ইতি বা, ইরাং দদাতি ইতি বা, ইরাং দর্মতি ইতি বা, ইরাং দারয়তি ইতি বা, ইরাং দারয়তি ইতি বা, ইন্দ্রং দ্রবতি ইতি বা ইন্দ্রো রমতে ইতি বা, ইন্দ্রে ভূতানি ইতি বা। 'ইরা' শব্দের অর্থ জল, জ্ঞান, অন্ন। অতএব তিনি জলদান করেন, জ্ঞান দান করেন অথবা অন্ন দান করেন তিনি ইন্দ্র পদবাচ্য। তিনি জলদাতা তথা অন্নদাতার বিনাশক। তিনি যুদ্ধের দেবতা। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আর্যদের সহায়তা করেন।

ইন্দ্রের মানবায়িত রূপের বর্ণনা দেখা যায়। বেদে তাঁর হাত, পা, মস্তক প্রভৃতির বর্ণনা দেখা যায়, তাঁর উদর সোমরসে পরিপূর্ণ ঘটের সমোদর তুল্য। তাঁর দাঁড়ি অত্যন্ত সুন্দর হওয়ায় তিনি হরিশ্মশ্রু নামে পরিচিত। তিনি শ্রুতিশক্তি। বজ্র তাঁর প্রধান অস্ত্র। এইজন্য তিনি 'বজ্রিন্' 'বজ্রবাহু'

Scanned with CamScanner

নামে পরিচিত। তিনি বীরত্বের মূর্তিমান রূপ। তিনি বিশাল বর্ণ বিশিষ্ট। তাঁর দেহখানা বিশাল বর্ণ বিশিষ্ট, তাঁর বাহু-যুগল বজ্রের মত দৃঢ় তথা শক্ত, ঋভুদের দ্বারা নির্মিত অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট রথে তিনি বিচরণ করেন। তাঁর রথ মনের চেয়েও বেগবান।

সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়, সেইজন্য তিনি 'সোমপা' নামে পরিচিত। সোমরস পান করলে তাঁর শক্তি শতগুণ বেড়ে যায়, চিন্তিত আছে বৃত্রাসুর বধের জন্য সোমরসে পরিপূর্ণ তিনটি পাত্রের শেষ করে দিয়ে দিলেন।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক প্রকার বর্ণনা শোনা যায়। তিনি নিজের মাতাকে বধ করে অত্যন্ত ভক্তিভাবে এবং প্রযত্নের করেছিলেন। এমন হওয়াতে তিনি নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার জন্মের দ্বারা আকাশ, পৃথিবী তথা পর্বত সমূহ কেঁপে উঠল। দেবতারা ভীত হয়ে পড়ল। অন্যত্র দেখা যায় অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্যে দেবতারা ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছিলেন। সোমরস থেকে ইন্দ্রের উৎপত্তির কোথাও কোথাও বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে পুরুষের মুখ থেকে ইন্দ্রের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে।

বেদ দ্যৌঃ থেকে ইন্দ্রের বিভাজন বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নি ও পূষা ইন্দ্রের ভাই, ইন্দ্রাণী তাঁর পত্নী এবং মরুদ্গণ তাঁর মিত্র। তাই তাঁকে 'মরুৎসখা' এবং 'মরুদ্‌সখা' বলা হয়। বরুণ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বিদ্যমান, সেইজন্য তাদের সঙ্গে ইন্দ্র দেবতার স্তুতি দেখা যায়। কোন কোন স্থানে ইন্দ্রকে সূর্যরূপে স্তুতি করা হয়েছে।

যাজ্ঞিক দৃষ্টিতে তিনি অনুপম। সেইজন্য যজ্ঞ, সত্রা-পাত, যজ্ঞক্রতু ইত্যাদি উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। দুলোক, অন্তরিক্ষ লোক তথা পৃথিবী লোকে কিন্তু মিলিত হয়েও তাঁর মহানতাকে প্রাপ্ত করতে পারেনা, তাঁর যাজ্ঞিক দেবতারা অভিভূত হয়েছেন। কম্পমানা পৃথিবী তথা উদ্ভ্রীয়-মান পর্বতকে তিনি স্থির করেছিলেন। আকাশ তথা পৃথিবীকে পৃথক করে স্থির করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত বলা হয়েছে -

ইন্দ্রসূক্ত ইন্দ্র মন্ত্র।

তিনি পানিদের পরাজিত করে গাভীদের মুক্ত করেছিলেন। তিনি বলাসুরকে বধ করে সুষমা থেকে গাভীদের মুক্ত করেছিলেন। তাঁর আজ্ঞাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। তিনি সূর্য তথা উষার জনক। তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করে নদীগুলিকে প্রবাহিত করেছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যজমানদের সাহায্য

Scanned with CamScanner

করে অসুরদের বিনাশ করেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া কেউ বিজয়লাভ করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীররূপ।

তিনি পঞ্চবিংশতি অসুরপুত্র এবং দুলোমারোহণকারী রোহিণীপুত্রকে বধ করেছিলেন। তিনি অসুরদের পুর অর্থাৎ নগরীকে বিনাশ করেছিলেন বলে পুরাভিদ্ নামে পরিচিত। বৃত্রাসুরের বিনাশের জন্যে তিনি বৃত্রহা নামে পরিচিত।

তিনি অতীব উদার। তাই তাঁকে 'মহান্' বলা হয়। আর্যজাতির রক্ষা তথা দাস গণের নিধন তাঁর প্রধান কাজ। তিনি নিজের উপাসকদের সহায়তা করেন। তাদের ধনসম্পত্তি তথা পুত্রদান করেন।

বৃত্রাসুরবধের আরও অনেক কাজের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক থাকার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন সূর্যের রথ আটকানো, সোমের উপর বিজয়লাভ, সুদাস রাজার রক্ষা ইত্যাদি। কৌতক দৃষ্টিতে ইন্দ্র বরুণের বিপরীত।

আবেস্তায় (পারস্য গ্রন্থ) যাদের উল্লেখ তথা যোহেজাদেরই নিদানমতে ইন্দ্রের উল্লেখ থেকে জানা যায় তিনি ভারতীয় দেবতা।

ইন্দ্রকে কে? — বিষয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ম্যাক্সমুলার ইন্দ্রকে সূর্যের প্রতিরূপ বলেন। Roth ইন্দ্রকে ঝঞ্ঝাবায়ুর দেবতা বলেন। কেনেডির মতে, ইন্দ্র ঝঞ্ঝাবায়ুর আকাশের দেবতা। গ্রাসমান — তাঁকে প্রবলমান আকাশের দেবতা রূপে স্বীকার করেন। ম্যাকডোনেল এবং কীথ তাঁকে ঝড়ের দেবতা রূপে স্বীকার করেন, যিনি পৃথিবীতে বর্ষা দান করেন। Hopkins এর মতে ইন্দ্র বিদ্যুতের মানবীকৃত রূপ। যাস্ক এই মতকে সমর্থন করে ইন্দ্রকে বিদ্যুতের সঙ্গে এবং বৃত্রকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ইন্দ্র বৃত্রের যুদ্ধকে বিদ্যুৎ ও মেঘের সংঘর্ষ রূপে স্বীকার করেছেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট মন্ত্রগুলি পর্যালোচনা করলে এই মত সমীচীন মনে হয়।

— x —

দেবী (বাক্) সূক্ত

১) অহং ----- উজা। ①

অয়ং মন্ত্রঃ ঋগ্বেদস্য দশমমণ্ডলস্য বাক্‌সূক্তে আম্নাতঃ। অস্য মন্ত্রস্য ঋষিঃ আম্ভৃণী বাক্, পরমাত্মা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ চ ছন্দঃ। অত্র জগৎ কারণ ব্রহ্মরূপায়াঃ বাগ্‌দেব্যাঃ স্তুতিঃ স্বয়ং বাগ্‌দেব্যা কৃতা।

অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী চ যৎ ব্রহ্ম জগৎ কারণং তৎ রূপা ভবন্তী রুদ্রেভিঃ নবভিঃ রুদ্রৈঃ তদাত্মনা চরামি, নবভিঃ বসুভিঃ তদাত্মনা চরামি, আদিত্যৈঃ তদাত্মনা চরামি। বিশ্বদেবৈঃ তদাত্মনা চরামি। অর্থাৎ অহং রুদ্ররূপেণ বসুরূপেণ আদিত্যরূপেণ বিশ্বদেবরূপেণ চ সর্বং জগৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। সর্বত্র মম স্থিতিঃ ব্যাপ্তিঃ চ। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রং চ বরুণঞ্চ উভা উভৌ অহমেব ব্রহ্মীভূতা বিভর্মি, ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপি অহমেব ধারয়ামি। উভা উভৌ অশ্বিনা অশ্বিনৌ অপি অহমেব ধারয়ামি। সোমং সুষ্ঠু রসতমং হবিঃ যঃ যজতি সর্বং জগৎ অধ্যস্তং সদ্ দধাতি। মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ততে। তস্যাঃ মায়ায়াঃ আধারত্বেন অসঙ্গস্য ব্রহ্মণঃ উজ্জ্বলা সত্তা উপলব্ধিঃ ভবতি।

২) অহং ----- সুন্বতে। ②

(Same) ছন্দঃ জগতী। অত্র জগৎ কারণং যৎ ব্রহ্ম তদ্রূপা যা দেবী সা আত্মনঃ স্তুতিং করোতি।

আহনসম্ আহন্তারম্ অভিযোতারম্ সোমম্। যদ্বা যাজ্ঞিকানাম্ আহন্তারং দিবি বর্তমানং দেবতাত্মানং সোমম্ অহমেব বিভর্মি ধারয়ামি ইতি অর্থঃ। তথা ত্বষ্টারং পুষণম্ ভগং চ অহমেব ধারয়ামি, তথা হবিষ্মন্তে হবির্ভিঃ পূজায় সুপ্রাপে শোভনং যজ্ঞং দেবানাং প্রাপয়িত্রে তথা সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্বতে যজমানায় ধ্রুবিণং ধনং চ ফলরূপং অহমেব দধামি ধারয়ামি। অত্র ব্রহ্মরূপিণী সর্বদেবী কেয়াতি যা অভিষোতারং দেবতাত্মানং বা সোমং ধারয়তি। সা অপি ত্বষ্টা পূষা ভগঃ ইতি নবতদ্ নামধেয়ানি দেবানি ধারয়তি। নব দেবাঃ তস্যাঃ নব নিদেশে প্রচালিতাঃ ভবন্তি। যেভ্যঃ যজমানাঃ দেবান্ উদ্দিশ্য হবিঃ প্রদদাতি সোমাভিষবং চ কুর্বন্তি সা তেভ্যঃ ফলরূপং ধনং দদাতি। ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ দেব্যাঃ ফলদাতৃত্বং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে সমর্থিতম্।

Scanned with CamScanner

3. অহং ---- বেদয়ন্তীম্। ③

(Same) ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্।

অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী রাজ্ঞী আত্মনঃ স্তুতিং ব্রবীমি ইত্যর্থঃ। অহং রাষ্ট্রী। সর্বস্য জগতঃ ঈশ্বরী। তথা মনুষ্যাণাং ধনানাং সম্পদানাং সম্পাদয়িত্রী। উপাসকানাং প্রাপয়িত্রী। চিন্তিতেষু চ সাধকেষু বর্তমানং পরং ব্রহ্ম তৎ জ্ঞাতবতী স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎ জ্ঞাতবতী। অতএব যজ্ঞযানানাং যজ্ঞার্থানাং প্রথমা মুখ্যা। তাং মুনিভিঃ মাং ভূরিস্থানেষু কাষ্ঠাসু প্রবেশিতানাং অবস্থিতানাং ভূরি জীবনি ভূত জাতানি আবেশয়ন্তীম্ জীবভাবেন আত্মানং প্রবেশয়ন্তীম্ মাং পুরুষা পশুষু বেশয়ন্তি দেবাঃ কাদর্থঃ বিদধতি। উজ্জ্বলয়েন্ত্রিয়রূপেণ অবস্থানাৎ যৎ দেবাঃ ব্যবন্তি তদ্ সর্বং মামেব ব্যবন্তি ইতি অর্থঃ। অহং জ্ঞানাৎ যৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী রাজ্ঞী সর্বস্য জগতঃ ঈশ্বরী, উপাসকেভ্যঃ ধনানি দদাতি। সা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী। সা এব যজ্ঞার্থেষু মুখ্যা। সা চ জগৎ প্রপঞ্চরূপেণ সর্বেষু ভূতজাতেষু জীবাত্মরূপেণ অবস্থানং করোতি। দেবাঃ যদ্ যদ্ ব্যবন্তি তদ্ সর্বং তামেব উদ্দিশ্য ব্যবন্তি।

4. ময়া ---- দদামি। ④

(Same) ছন্দঃ।

অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী রাজ্ঞী আত্মনঃ স্তুতিং ব্রবীমি ইত্যর্থঃ। যঃ অন্নমত্তি স ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়া এব অন্নম্ অত্তি। যঃ চ বিপশ্যতি আলোকয়তি যঃ চ প্রাণিতি চ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদিব্যাপারং করোতি সোঽপি ময়া এব, যঃ চ উক্তং শৃণোতি তদপি ময়া এব। যে ঈদৃশীম্ অন্তর্যামিরূপেণ স্থিতাং মাং ন জানন্তি তে মাম্ অমন্তবঃ অমন্যমানাঃ অজানন্তঃ উপক্ষিয়ন্তি উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনাঃ ভবন্তি। অথবা মাম্ অমন্তবঃ মদ্বিষয়জ্ঞানরহিতাঃ সন্তঃ সংসারে হীনাঃ ভবন্তি। অতঃ হে শ্রুত সংঘ! শ্রদ্ধি মম বচনং তদ্ শৃণু। কিং তৎ শ্রোতব্যম্? স্মৃতিঃ শ্রদ্ধা তয়া যুক্তেন, শ্রদ্ধাযুক্তেন লভ্যম্ ইতি অর্থঃ। শ্রদ্ধয়া যুক্তং শ্রদ্ধাযুক্তেন লভ্যম্ ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু তে তুভ্যং দদামি উপদিশামি, তদ্ শৃণু।

Scanned with CamScanner

অত্র বাগ্দেবী কোপাত যত ইহসংসারে যত কিঞ্চিৎ জাতং তৎ সর্বং অসারং কোনাপি ন্যায় ভবতি। যেতাবৎ অসারঃ নতং মহত্ত্বং ন জানন্তি তে সংসারে হীনাঃ ভবন্তি। অতঃ নতং সর্বং সর্বৈঃ স্মোতব্যম্ ইতি।

5. অহং ---- সুমেধসম্।
(Same) । ছন্দঃ নিচৃৎ।

অত্র বাগ্দেবী আত্মনঃ স্তুতিং কৃত্বা কথয়তি - অহং সুকৃতস্য কর্ত্রী বাগাত্মিকা সুমেধসং ইদং ব্রহ্মাত্মকং স্মোতব্যং বস্তু বদামি উপাদিশামি। দেবৈঃ দেবঃ ইন্দ্রাদিভিঃ চ মানুষৈঃ মনুষ্যৈশ্চাপি জুষ্টম্ সেবিতম্। নাহং বিদ্বান অহং চ কেনচিৎ চ পুরুষং রক্ষিতুম্ অহং বাঞ্ছামি তং তং পুরুষম্ উগ্রং করোমি সর্বেভ্যঃ অধিকং করোমি। তমেব ব্রহ্মাণং ঋষিং করোমি। তমেব ধীমন্তম্ অতীন্দ্রিয়দর্শিনং করোমি। তমেব সুমেধসং মোক্ষপ্রজ্ঞং চ করোমি। অত্র বাগ্দেবী কোপাত যত ব্রহ্মজ্ঞানিনাং তথা যত ব্রহ্মাত্মকং বস্তু কথাত তৎ ন কেবলং মনুষ্যৈঃ চ দেবৈশ্চাপি সেবিতম্, তথা রক্ষিতঃ পুরুষঃ সর্বেভ্যঃ অধিকঃ তেজস্বী ঋষিঃ প্রজ্ঞাবান ধীমঃ মোক্ষপ্রজ্ঞঃ চ ভবতি। অতঃ তস্যাঃ অনুগ্রহলাভায় সর্বৈঃ তস্যাঃ স্তুতিঃ কর্তব্যা।

6। অহং ---- আবিবেশ।
Same.

অত্র বাগ্দেবী আত্মনঃ স্তুতিং কৃত্বা কথয়তি - অহং পুরা ত্রিপুরবিজয়সময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য সংগ্রামস্য ধনুঃ টঙ্কারম্ আততানি বিস্তারয়ামি। কিমর্থম্? ব্রহ্মদ্বিষ আত্মনাং দ্বেষ্টারং মারয়ে চ মারং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনাং অসুরং হন্তুং হিংসিতুম্। ন কেবলং অহমেব সমদং সংগ্রামঃ স্তোতৃনাং কৃতে শত্রুভিঃ সহ অহমেব সংগ্রামং করোমি করোমি ইতি অর্থঃ। তথা দ্যাবাপৃথিবী দিবং চ পৃথিবীং চ অন্তর্যামিরূপেণ অহমেব আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। অত্র বক্তাং যদ্ ইহসংসারে যত কিঞ্চিৎ জাতং তৎ সর্বং কেবলং বাগ্দেবী এব। সা ব্রহ্মনদ যত্র ইতি অসুরং রুদ্রস্য ধনুঃ বিস্তার্য চ সংগ্রামং কৃতবতী, তস্যাঃ স্তোতারঃ শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামং কুর্বন্তি তথা বাগ্দেবী এব তেষাং কৃতে